CC-10
SEC-B
UNIT-I

দারাশিকো -এর দ্বারা উপনিষদের ফারসী অনুবাদ ও সুফিদের উপর তার প্রভাব আলোচনা কর :

উপনিষদের মাহাত্ম্য এইরকম সহজভাবে বলা যায় যে, এর অনুবাদ দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় করা হয়েছে।এই পৃথিবীতে উপনিষদের বিকাশ কতখানি তা বুঝতে হলে প্রথমেই তার দার্শনিক অধ্যয়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ ও লক্ষ্যণীয়।

মুঘল শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এক অন্য বিশ্বসংস্কৃতির সামনাসামনি হতে হয়েছিল।আকবরের কার্যকালে 'অল্লোপনিষদ্' রচনা হয়। উপনিষদের দৃষ্টিতে এতে সত্যের উপহাসমাত্রই প্রতিবিম্বিত হয় ।তবুও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং মতভেদ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলে বিশ্বের অন্যান্য বাদশাহদের মধ্যে আকবর ও গণ্য। আকবরের সহিষ্ণুতা নীতি এবং বিভিন্ন ধর্মের বিদ্বানদের সঙ্গে তাঁর বিচার বিনিময়ের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজনীতি। ইনি ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন যেখানের অধিকংশ হিন্দুই কৃষক ছিল। আকবরের পরেও একতার এই ভাবনা মুঘল রাজবংশকে প্রেরণা দিয়েছিল। এই কারণেই ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীতে দারাশিকোর নেতৃত্বে প্রথম এক বিজাতীয় ভাষায় উপনিষদের অনুবাদ হয়েছিল। আকবর যেমন অন্য ধর্মের বিদ্বানদের মান্যতা দিতেন এবং বিভিন্ন ধর্মের তুলনাত্মক অধ্যয়ন করতেন তেমনি দারাশিকো ও করতেন। কিন্তু এই দুজনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।

দারশিকো (১৬১৫-১৬৫৯) শাহজাহান ও মমতাজের বড় ছেলে ছিলেন। ইনি যুবরাজ ছিলেন এবং বাবার পরে মসনদে বসার কথাও ছিল কিন্তু ঔরঙ্গজেবের কারণে ইনি সে সুযোগ হারান। পরাজিত রাজকুমার হলেও ইনি এক বিদ্বানও ছিলেন ।ইনি হিন্দু উপনিষদের অধ্যয়ন এবং অনুবাদ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। ইনি ১৬৫৬ -১৬৫৭ খৃষ্টাবদের মধ্যে প্রায় ৫২ টি উপনিষদের ফারসী অনুবাদ করিয়েছিলেন। যেগুলির মধ্যে ৩টি ঋগ্বদের ,১২ টি যজুর্বেদের ,১টি সামবেদের এবং ৩৬টি অথর্ববেদের উপনিষদ ছিল। তিনি নিজের গ্রন্থের নাম 'সির্‌রে আকবর' দিয়েছিলেন। এই নাম রাখার পেছনে তাঁর ৩টি কারণ ছিল ।'সির্‌রে আকবর' এর অর্থ মহান রহস্য। উপনিষদের অর্থের মদ্যে যে মহান রহস্য আছে তা তিনি বুঝেছিলেন তাই এই নাম।দ্বিতীয়তঃ অনুবাদের সঙ্গে মহান আকবরের নাম সংযোজন এবং তৃতীয়তঃ দারাশিকো 'সির্‌রে আকবর 'এর বখ্যখ্যায় লিখেছেন ,অদ্বৈতের এই রহস্যপূর্ণ শ্লোককে গুপ্ত রাখা উচিত। ইনি মনে করতেন কোরাণে যে গোপন তথ্যের বর্ণনা আছে তা উপনিষদই। তাই তিনি উপনিষদের অনুবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন। এর মূল কারণ ,একেশ্বরবাদের অন্বেষণ যাকে তিনি কোরাণের মধ্যে খুঁজছিলেন ।তাই তিনি অনুবাদের ভূমিকাতে লিখেছিলেন ,এই অনুবাদ নিজের সন্তান ,স্ত্রী এবং সত্যান্বেষী লোকদের আধ্যাত্মিক লাভের জন্য করেছেন। এর জন্য তিনি অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন ,সাধু সন্তদের বিচারকে পর্যালোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে যে, একেশ্বরবাদের সর্বাধিক প্রাচীন ব্যাখ্যা উপনিষদেই আছে। তাঁর অনুবাদের পান্ডুলিপি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী বিদ্বান **অংকেতিল ডুপেরোঁ** (Anquetil Duperron)প্রাপ্ত হন। তিনি আবার দারার ফার্সী অনুবাদের ল্যাটিন অনুবাদ করেন। তাঁর ল্যাটিন অনুবাদ ১৮০১ এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এর অনুবাদের পরেই ইউরোপের বিদ্বানেরা উপনিষদের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। 'সির্‌রে আকবর' এর জার্মান অনুবাদ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শঙ্করাচার্যের ভাষ্য অনুসারে দারাশিকো অনুবাদগুলি করেন।

সুফিদের প্রভাব ঃ

এ বিষয়ে প্রথম জানতে হবে সুফিবাদ কি ?সুফি মুসলিমদের এক সম্প্রদায় যারা সামাজিক সেবাকেই তাদের ধ্যান মনে করতেন। সদাচার, সদ্‌বিচার ,ত্যাগ এবংসাধনাই এদের গুণ ছিল। এদের মধ্যে মৈত্রীভাব ছিল। নবম শতাব্দীতে ইসলামিক অধ্যাত্মবাদ লোকেদেরকে বোঝাতে থাকেন। তাঁর মনে করতেন, ইসলাম প্রেমের জায়গা যা আজও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ।এটি ধর্মান্ধদের ইসলাম নয়, এর বিপরীত। প্রথম দিনগুলিতে

তপস্বী মুসলমানদের চিন্তায় রোজা রাখা, ধ্যান,প্রার্থনা এবং সংহতি অনুশীলন ছিল। সবার আগে সন্ন্যাসী এবং নানরা করেছেন। কারণ, যে লোকেরা দরিদ্রদের বোনা মোটা কাপড় পরতেন তাদেরকেই সুফী বলা হতো। ক্রমেই সুফিবাদ এক রহস্যময় মতবাদের নাম হয়ে যায় ,যার দ্বারা লোকেরা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভবের মাধ্যমে ঈশ্বরীয় প্রেম ও জ্ঞানের সত্যতা অন্বেষণ করে। এই সুফিরা অনবরত কোরাণের শব্দগুলিকে অনুশীলন করতেন। ছোটবেলা থেকেই দারাশিকো সৈন্য ও যুদ্ধের চেয়ে দর্শনশাস্ত্র এবং রহস্যবাদকেই বেশী মনোযোগ দিতেন এবং এই কারণেই তাঁকে Philosopher Prince , দার্শনিক রাজকুমার বলা হয়। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার শুরু হয় মহান সুফি সাধুদের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই।তদের কাছ থেকে তিনি সুফিবাদ অধ্যয়ন করে কাদরী সুফীর সদস্য হন। ইনি সুফিবাদের দ্বারা এমন গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে, ইনি সুফিবাদের উপর ৬টি গ্রন্থ লেখেন। তিনি স্পষ্টই বলতেন, 'আমার রাস্তা ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য, কষ্ট সহ্য করার জন্য নয়'।

উপনিষদ এবং সুফিবাদ :

১) গুরুশিষ্য-পরম্পরা : উপনিষদের শাব্দিক অর্থ গুরুর কাছে বসে জ্ঞানপ্রাপ্তি। তাই উপনিষদ্ নিজেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার দ্যোতক। এই পরম্পরায় গুরু শিষ্য আশ্রমে থেকে শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করতেন। সুফিবাদে ও গুরুশিষ্য পরম্পরার বর্ণনা আছে। গুরুকে 'পীর' ও শিষ্যকে 'মুরীদ্' বলা হতো। এই দুজন 'খানকাহ্' অর্থাৎ আশ্রমে থাকতেন।

২) যোগ ঃ ১০৮ উপনিষদের মধ্যে ২১ টির ও বেশী উপনিষদে যোগ বিষয়ে আলোচনা আছে। এই সব উপনিষদে চিত্ত, নাড়ি, ইন্দ্রিয়, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম,প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে। সুফি সাধুদের মধ্যেও তপ, উপবাস, পরাণায়াম ইত্যাদি যোগাচার দেখা যেত। প্রসিদ্ধ সুফিসাধু নিজামুদ্দিন ঔলিয়া যৌগিক প্রাণায়ামও করতেন। যোগীরা একে সিদ্ধ পুরুষ বলতেন। এই সময়ে 'অমৃতকুন্ড' নামক এক যোগগ্রন্থের সংস্কৃত থেকে ফারসী অনুবাদ ও হয়।

৩) সমন্বয়বাদ : উদারবাদী বিচারধারায় প্রভাবিত হয়েই সুফি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ।এরা ধার্মিক সহনশীলতা ও একতার উপর গুরুত্ব দেয় এবং এর প্রমাণ দারাশিকোর ফারসী অনুবাদগ্রন্থ 'মজ্‌ম-উল্-বহ্‌রৈন্ '।এই গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ইসলাম ও হিন্দু দুটি সমুদ্র যাদের সঙ্গম সম্ভম ।কারণ, এদের মূল ভিত্তি এক। উপনিষদ ও যেমন ধর্ম ,জাতি এদের উর্ধ্বে উঠে আত্মার কথা বলে ,বলে সংসারের সব জীব ব্রহ্মের অংশ ইসলাম ও তেমনই। তাই সবাই যখন ব্রহ্মের অংশ তাহলে জাতিগত, ধর্মগত ভেদ কিসের ?

৪) বাহ্যাড়ম্বরের বা ভন্ডামীর বিরোধী : ইসলাম ধর্মের ভন্ড কর্মকান্ডের বিরোধী হওয়ায় সুফিবাদ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়। ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে ধন সম্পত্তির গর্ব দেখানো হচ্ছিল এবং নৈতিক মূল্যবোধ হ্রাস পাচ্ছিল ।সুফিবাদ ভারতে উগ্রবাদ ও কর্তৃত্ববাদের অবসান ঘটিয়েছিল । উপনিষদেও যজ্ঞাদি কর্মকান্ডের চেয়ে জ্ঞানকান্ডের গুরুত্ব অধিক এবং এটিই মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।ব্যয়বহুল যজ্ঞোপদেশ এখানে করা হয় নি।সুফিবাদ তথা উপনিষদ দুটিতেই ঈশ্বর ও ভক্তের মাঝে পন্ডিত এবং মৌলবীদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

৫) একেশ্বরবাদ : উপনিষদ ও সুফিবাদ দুটিতেই স্পষ্টরূপে একেশ্বরবাদের চিত্র দেখা যায়। এই একেশ্বরবাদের অন্বেষণই সুফিসাধক দারাশিকোর উদ্দেশং ছিল যিনি একে কোরাণ ছাড়া অন্যত্র খুঁজছিলেন। এর জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ পড়েছেন ,অনেক সাধু সন্তদের বিচার শুনেছেন কিন্তু সবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, একমাত্র উপনিষদেই আছে একেশ্বরবাদের প্রাচীন ব্যাখ্যা। তাই নিজে উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন। সুফিদের বিশ্বাস ছিল যে,ঈশ্বর এক, খুদা ও বান্দা এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। এই বিচার শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয়।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, উপনিষদ ও সুফিবাদের মধ্যে প্রচুর সাম্য আছে। দুটিরই উদ্দেশ্য ছিল কর্মকান্ডরহিত সাম্যমূলক সমাজ স্থাপন করা।

উপনিষদের ল্যাটিন ও অন্যান্য অনুবাদ এবং পাশ্চাত্যে তার প্রভাব ঃ

উপনিষদের ফারসী অনুবাদের পান্ডুলিপি Anquetil Duperron (1731-1805) নামক এক ফরাসী বিদ্বান দারাশিকোর ফরাসী ভাষায় অনুদিত ৫২ টি উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ করেন ১৮০১-১৮০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে অনুবদাএর কারণে ইউরোপীয়রা কেবল উপনিষদের উপরই নয় ভারতে সার্বিক সংস্কৃতির প্রতিও আকৃষ্ট হয়।এই অনুবাদের কারণে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দেশেই উপনিষদের অমৃতধারা প্রবাহিত হয় ।এই অনুবাদে আকৃষ্ট হয়ে জার্মান দার্শনিক স্কোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) ভারতীয় উপনিষদের আরাধকরূপে পরিণত হন। এই ল্যাটিন অনুবাদের পন্ডিত পাঠকেরা বলেন যে, এই অনুবাদের ঐতিহাসিন গুরুত্ব যাই হোক না কেন এই অনুবাদকার্য যেমন কঠিন ,তেমনি এর পাঠোদ্ধার করাও দুরূহ। Pol Dyson বলেছেন ,স্কোপেনহাওয়ারের উপনিষদ অনুরাগ তাঁর আভ্যন্তরীণ বিদগ্ধতার কারণে হয়েছে। এর পর ইউরোপে অধিক পরিমাণে উপনিষদের অধ্যয়ন শুরু হয় জাকে ঔপনিষদিক যুগের সূত্রপাত বলা চলে। অনেকেই মনে করেন এই মহত্ব উপনিষদেরই নাহলে নীরস অনুবাদ হয়েই কিভাবে এত বিস্তৃত হয় ?এর পরে উপনিষদের অনুবাদ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।Robert Earnest Hume এই অনুবাদ বিষয়ে বলেছেন যে, এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের যে, এক আত্ম্যাত্মিক কৃতির এভাবে উত্তরোত্তর তিন ভাষায় অনুবাদ এর আগে কখনো হয় নি আর হবেও না। যদিও পরে অনেক ভাষাতেই উপনিষদের অনুবাদ হয়।

Bibliotika Indica এই গ্রন্থে Robert নামে জার্মান বিদ্বানের কথা বলে হয়েছে যিনি তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতরো, কেন, ঈশ, কঠ, প্রশ্ন, মান্ডুক্য ইত্যাদি উপনিষদের জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। এ ছাড়াও প্রসিদ্ধ জার্মান বিদ্বান Maxmuller উপনিষদের আনেক অনুবাদ করেন। Pol Dyson তাঁর Philosophy of Upanishads গ্রন্থের মাধ্যমে উপনিষদকে এক অনন্য মর্যাদায় বিশবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি উপনিষদের প্রামাণিক ও বৈজ্ঞানিক অনুবাদও করেছেন যে অনুবাদ সার্বিকভাবে ইউরোপীয় পন্ডিতদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, উপনিষদে যে দার্শনিক ভাবনা আছে তা শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বেই অতুলনীয় -'Philosophical cenceptions unequaled in Idia or perhaps any where else in the world ". বিদ্বানদের জন্য সর্বপ্রথম উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করেন Robert Earnest Hume ।ইনি যে ১৩ টি উপনিষদ অনুবাদ করেন সেখানে অনুবাদকের প্রয়াস যেমন প্রশংসনীয় তেমনি তাঁর পান্ডিত্য ও শ্রদ্ধার যোগ্য। এতে পাশ্চাত্ত্য পন্ডিতদের উৎকর্ষ যেমন প্রদর্শিত হয়েছে তেমনি ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রেম ও বর্ধিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব জার্মান-ভারতীয় বিদ্বানেরা উপনিষদের অনুবাদ করে টীকা সহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন -Auto Bon Botling ,Charls Jonston ,G.R.S Mir ,Jagadish Chandra Chattopaddhaya . এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ইংরেজী অনুবাদকরা হলেন কঠোনিষদের বরদাচার্য, মৈত্রেয়োপনিষদের E.B Kobel ,তৈত্তিরীপোনিষদের মহাদেব শাস্ত্রী, ছান্দোগ্যোপনিষদের গঙ্গানাথ ঝা প্রভৃতি ।

পাশ্চাত্ত্যে উপনিষদের প্রভাব ঃ

এ বিষয়ে ল্যাটিন অনুবাদক **স্কোপেনহাওয়ার** উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে উপনিষদের প্রত্যেক বাক্য অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যবাহী, মৌলিক এবং উদাত্ত বিচারে পূর্ণ।উপনিষদে সব কিছু উচ্চ, পবিত্র এবং একাগ্র ভাবনায় ব্যাপ্ত। সমস্ত সংসারে উপনিষদের মতো কল্যাণকারী এবং আত্মাকে উচ্চাসন প্রদানকারী আর গ্রন্থ নেই। আগামী দিনে এগুলি বিদ্বানদের আস্থাভাজন হবে নিশ্চিত। এতো সুন্দরভাবে উপনিষদে বৈদিক ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে ,যে কোন লোক ফারসী ,লাটিন ঐ অনুবাদগুলির দ্বারা তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে। তিনি মনে করেন এই গ্রন্থ তাঁকে জীবনে ও মরণে শান্তি প্রদান করবে।

দ্বিতীয়তঃ **Mzxmuller** তাঁর India what can it teach us - গ্রন্থে মড়ত্যু ভয় থেকে যারা বাঁচতে চান এবং সত্যকে যারা জানতে চান তাদের উপনিষদের জ্ঞানই হলো শ্রেষ্ঠ রাস্তা। তিনি উপনিষদের কাছে ঋণী একথাও বলেন। উপনিষদ আত্মিক উন্নতির জন্য বিশ্বের ধর্মমূলক সাহিত্যে এক সম্মানীয় স্থানে আছে এবং থাকবে। উপনিষদের জ্ঞান মনীষিদের মহান প্রজ্ঞার ফল। এক না একদিন ইউরোপে ভারতীয় এই জ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে এবং সেইদিন ইউরোপীয় বিচারধারায় এক মহান পরিবর্তন আসবে।

তৃতীয়তঃ **হিউম** তাঁর Dogmas of Buddhism গ্রন্থে তিনি বলেছেন বহু দার্শনিক গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করলেও উপনিষদের মতো এমন শান্তিকামী আত্মবিদ্যা অন্য কোথাও তিনি পান নি।
Winternitz এর মতে ভারতীয় উপনিষদের এই রহস্যময়ী বিদ্যা ফরাসীদের মদ্যে ,সুফীদের মধ্যে অন্বেষণ করা যেতে পারে কিন্তু পূর্ণবিদ্যার অনুশীলনে একমাত্র উপনিষদ অধ্যয়নই আবশ্যক।

প্রাচ্যে উপনিষদের প্রভাব ঃ

প্রাচ্যে উপনিষদের প্রভাব বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই **স্বামী বিবেকানন্দের** নাম উল্লেখ করতে হয় যিনি বলেছিলেন -উপনিষদ অধ্যয়ন করার পর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগলো। তাঁর মতে উপনিষদ শক্তির মূল।তাতে প্রবাহিত শক্তির দ্বারা বল, শৌর্য এবং নবজীবন সঞ্চারিত হয়। এর জ্ঞানের দ্বারা লোক স্বাশ্রিত হয়ে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস করে ,শারীরিক ,মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্মুক্ততার প্রয়াস করে ,কারণ অত্মোন্নতিই উপনিষদের মূল মন্ত্র ।বিবেকানন্দের মতে উপনিষদের জ্ঞান কেবল ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য নয়, দৈনিক জীবনের জন্যও বটে। এর জ্ঞানের দ্বারা মানুষ তার জীবনসংগ্রামে ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে সামনাসামনি হতে পারে। জীবনের আধ্যাত্মিক তথা ভৌতিক উভয় ক্ষেত্রে উপনিষদের আবশ্যকতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে এক দিন চক্ষুসম্পন্ন সব লোকই দেখবে যে, ভারতের ব্রহ্মজণান সম্পূর্ণ পৃথিবীর ধর্মে পরিণত হতে চলেছে। উপনিষদরূপ সকালের অরুণিমায় পূর্বদিগন্ত আলোকিত হতে শুরু করেছে, কিন্তু যখন এই সূর্য মধ্যগগনে প্রকাশিত হবে তখন তার দীপ্তিতে সমস্ত ভূমন্ডল দীপ্তিময় হয়ে উঠবে।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ মনে করেন, যিনি উপনিষদের মূল সংস্কৃত অধ্যয়ন করবেন তিনি আত্মা অর্থাৎ পরম সত্যের গহীন গুহা বিষয়ে যেমন জ্ঞানলাভ করে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় জানবেন তেমনি এই কাব্যের উৎকর্ষবিষয়েও তিনি হবেন অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী।

আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছেন উপনিষদের মহিমাগান অনেকে করেছেন ।তবে তিনি মনে করেন হিমালয়ের মতো যেমন পর্বত নেই তেমনি উপনিষদের মতো কোন গ্রন্থ নেই ,কারণ এটি একটি দর্শন।
এইভাবে উপনিষদের আকর্ষণে অদ্ভিতীয় বিভিন্নতা দেখা যায়। ধার্মিক অন্বেষণের ব্যকুলতা তথা তৎপরতা এখানে দৃষ্টিগোচর হয়।